সা ত দি ন

১৫ এপ্রিল : হাইকোর্টের একটি বৃহত্তর বেঞ্চ বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটকাদেশ দেয়ার পর এই আইনের ৩ (৩) ধারা প্রয়োগ করে প্রাথমিক আটকাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করার সরকারি প্রবণতাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে।

আদমজী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সংঘর্ষ বন্ধে বিডিআর-পুলিশ যৌথ অভিযানে আরো ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সরকারের রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে 'ব্যয় সংকোচন' নীতি গ্রহণ করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে আবারও বিশেষ পরামর্শ দিয়েছে।

হুন্ডি বন্ধে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে কারিগরি সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে।

১৬ এপ্রিল : এখন থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিদেশী কূটনীতিকদের গতিবিধি কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং সেই সঙ্গে বিদেশী নাগরিকদের বাংলাদেশে প্রবেশেও কড়াকড়ি আরোপ করা হবে বলে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক যৌথ সিদ্ধান্তে জানানো হয়েছে।

এডিবি'র রিপোর্টে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ সংঘাতের দিকে এগোচ্ছে এবং রাজধানীসহ অন্যান্য স্থানে অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

তারেক রহমানসহ তিন জনের বিরুদ্ধে ১৯৯৪ সালে শিল্প ঋণ সংস্থার কাছ থেকে পঞ্চগড়ে জাজ ডিস্টিলারিজ লিমিটেডের সম্পত্তি ক্রয়ে দুর্নীতির মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তৎকালিন প্রধানমন্ত্রীর পুত্র হিসেবে অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে ১৬ দশমিক ৪৪৩ কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি মাত্র ৫ কোটি টাকায় কেনার অভিযোগ করা হয় উক্ত মামলায়।

১৭ এপ্রিল : এডিবি গ্যাস রপ্তানির বিষয়ে সরকারের কাছ থেকে শিগগিরই একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আশা করছে এবং সরকার এ বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত দিলে আগামী ২০০৩-২০০৫ সালে এডিবি'র উন্নয়ন কর্মসূচিতে জ্বালানি খাতে সাহায্যের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে বলে এডিবি'র প্রতিনিধিগণ জানিয়েছেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত।

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান আমদানি পণ্যে এলসি মার্জিনের বাধ্যবাধকতা তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত ড. মোহাম্মদ সেলিম 'বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ' নামে একটি নতুন দল গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন।

১৮ এপ্রিল : অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান আয়কর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে আয়কর আদায় বৃদ্ধি ও কর ফাঁকি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভারতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভেড়ামারা কিংবা সিরাজগঞ্জে ৪৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

১৯ এপ্রিল : চারদলীয় জোট সরকার বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে সংঘটিত দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ সংবলিত আরেকটি শ্বেতপত্র শিগগিরই প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছে।

সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনায় হাওরে ঢল পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটেছে।

২০ এপ্রিল : পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বৈঠকে শান্তিচুক্তির অনিষ্পন্ন বিষয় বাস্তবায়নে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা দ্রুত বিচার আইনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

২১ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী থানাকে জিয়ানগর উপজেলায় রূপান্তর ও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ দমনের নতুন আইনের আওতায় দ্রুত বিচার আদালতের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা মহানগরীর জন্য চারটিসহ সারা দেশে মোট নয়টি আদালত গঠন করা হয়েছে।

পুলিশের হাতে কতটুকু নিরাপদ

দ্রুত বিচার আইন

লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

কলেজছাত্র জামাল উদ্দীন ফকির। তাকে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানা পুলিশ ধরে আনে। স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা জামাল উদ্দীন ফকিরের ওপর থানায় প্রায় ত্রিশ ঘন্টাব্যাপী অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে জামাল থানা থেকে দৌড়ে ঝাঁপ দেয় নিকটবর্তী শীতলক্ষ্যা নদীতে। নদীতে ঝাঁপ দিয়েও জামাল রক্ষা পায়নি। পুলিশ নদীর ভেতরে গিয়ে লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করে। শীতলক্ষ্যা নদীতে জামালের মৃত্যু হয়। ঘটনার ২৮ ঘন্টা পর দমকল বাহিনীর ডুবুরিরা জামালকে উদ্ধার করে। এমন এক নির্মম ও দায়িত্বজ্ঞানহীন পুলিশ বাহিনীর কাছে জোট সরকার সন্ত্রাস দমনের নামে তুলে দিয়েছে খুবই স্পর্শকাতর ও বিতর্কিত আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ দ্রুত বিচার আইন। সন্ত্রাস দমনের নামে অতীতের মতো জোট সরকার আবারও কালো একটি আইন প্রণয়ন করলো। '৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর সময় প্রণীত বিশেষ ক্ষমতা আইন পুলিশকে দিয়েছে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। এই আইন হাতে পেয়েই পুলিশ হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য। পরবর্তী প্রতিটি রাজনৈতিক দল আইনটি বাতিল করার কথা বললেও, ক্ষমতায় গিয়ে ভুলে গেছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য '৯০ সালের ২৭ নবেম্বর এরশাদ সরকার সন্ত্রাস দমনের নামে জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ জারি করে। খালেদা জিয়া এসে জারি করলেন সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশ ১৯৯২। এই আইনে পুলিশ আরো ক্ষমতা পেল। এই আইনের ধারাবাহিকতায় হাসিনা সরকার সন্ত্রাস দমনের নামে প্রণয়ন করলেন জননিরাপত্তা আইন। আইন করে তার শেষ রক্ষা হয়নি। জোট সরকার নতুন করে আরো একটি আইন প্রণয়ন করলো। দলীয় সন্ত্রাস যখন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে, দলের নেতা-কর্মীকে সামাল দিতে না পেরে জোট সরকার দ্রুত বিচার আইন পাস করিয়েছে। প্রতিটি আইনেই পুলিশকে লাগামহীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা পেয়ে পুলিশ হয়েছে উঠেছে দেশের নিয়ন্ত্রক, স্বেচ্ছাচারী। এই আইনের কারণেই প্রকাশ্য রাজপথে ডিবি পুলিশ রুবেলকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। ধর্ষিত হয়েছে পাঁচ বছরে তানিয়া। পুলিশের গণধর্ষণের শিকার হয়েছে চট্টগ্রামের সীমা। দিনাজপুরের ইয়াসমিন। প্রতিটি সরকার চেয়েছে পুলিশের হাতে শক্তিশালী আইন তুলে দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে। টিকে থাকতে পারেনি। পুলিশই হয়ে উঠেছে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। সরকারের ঘাতক।

পুলিশের হাতে নিহত জালাল উদ্দীন ফকির, স্বজনের আহাজারি

কালো আইনের ধারাবাহিকতা

দেশ স্বাধীনের মাত্র এক বছরের মাথায় '৭২ সালে নবেম্বর মাসে দেশে সংবিধান প্রণীত হয়। এ সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারকে করা হয় নিশ্চিত। অথচ নাশকতামূলক কার্যক্রম ও কালোবাজারি প্রতিরোধের নামে '৭৪ সালের ২৯ জুলাই মৌলিক অধিকার পরিপন্থী বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণয়ন করা হয়। তবে এই আইন করে সরকার সন্ত্রাস ও কালোবাজারিদের প্রতিরোধ করতে পারেনি। উল্টো জনগণের অধিকার হরণ হয়েছে। পুলিশ বাহিনী পেয়েছে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রণয়ন করলো জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ ১৯৯০। এই আইনের বলেই এরশাদ ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছে। পুলিশের বন্দুকের নল ব্যবহার করে জনতার

ফলোআপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিফট

১৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় একাডেমিক কমিটির সভা। উপাচার্য আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এ সভায় আলোচনা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিফট নিয়ে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে বলা হয়, বিভাগ ও অনুষদের কাছ থেকে সাড়া না পাওয়ার কারণে দ্বিতীয় শিফট বর্তমান শিক্ষাবর্ষে হচ্ছে না। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ইতিমধ্যে ক্লাস শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে বিভিন্ন বিভাগ ও অনুষদের মতামত পাওয়া গেলে পরবর্তীতে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় শিফট চালুর চিন্তা আপাতত বাদ দিয়েছেন। তাদের এ পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে উৎসাহী শিক্ষকরা দ্বিতীয় শিফট-এর ব্যাপারে বিভাগগুলোর সমর্থন আদায় করতে পারেনি। সূত্র জানায়, কয়েকজন শিক্ষকের এই ব্যবসায়িক উদ্যোগকে স্বাগত জানায়নি বেশিরভাগ বিভাগগুলো। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ভালো প্রস্তাব হিসাবে উল্লেখ করে বিভিন্ন বিভাগের অভিমত চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়। এক মাসের মধ্যে বিভাগগুলোর একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত চাওয়া হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ বিভাগগুলো এ ব্যাপারে তেমন কোনো উৎসাহ দেখায়নি।

ইতিমধ্যে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। ফলে বিভাগগুলোর মতামত না পাওয়ার কারণে কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত চলতি শিক্ষাবর্ষে দ্বিতীয় শিফট চালুর চিন্তা বাদ দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যবসায়িক চিন্তাভাবনা আপাতত স্থগিত হলেও আগামী শিক্ষাবর্ষে চালুর সম্ভাবনা রয়েছে। কর্তৃপক্ষের বোঝা উচিত, বিভাগগুলো এই উদ্যোগের পক্ষে নয়, কয়েকজন শিক্ষক শুধু এর পক্ষে। প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় কার পক্ষে থাকবে?

আন্দোলন প্রতিরোধ করতে চেয়েছে। গণঅভ্যুত্থানে এরশাদের পতনের পর ক্ষমতায় এলো বিএনপি সরকার। নির্বাচনের আগে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বাতিল করবে বিশেষ ক্ষমতা আইন। ক্ষমতা গ্রহণের পর তারা বিশেষ ক্ষমতা আইন তো বাতিল করলোই না, বরং জারি করলো সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশ। আইন প্রণয়নের সময় বলা হলো, এই আইন প্রণীত হলে দেশ থেকে সন্ত্রাস দূর হবে। দ্রুত বিচারের জন্য গঠন করা হলো সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমনের জন্য ট্রাইব্যুনাল। আইনের ৩নং ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চাঁদা, সাহায্য বা অন্য কোনো নামে অর্থ বা মালামাল আদায় ও স্থল, রেল, সড়কপথে যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি সন্ত্রাস বলে পরিগণিত হবে। আইনের ৯নং ধারায় বলা হলো, সাব ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের কাছ থেকে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোনো ট্রাইব্যুনালে কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করা হবে। এই আইনে পুলিশ পেলো আরো ক্ষমতা। আইন প্রণয়নের পরে ধর্ষিত হলো দিনাজপুরের ইয়াসমিন। সার চাইতে এসে পুলিশের গুলিতে ১৮ জন কৃষক নিহত হলো। জনগণের ওপর শুরু হলো জবর দখল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন প্রতিরোধ করতে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীর ওপর ঢালাওভাবে পুলিশ মামলা দায়ের করলো। একদা আপোসহীন নেত্রী খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তায় নেমে এলো ধস। সন্ত্রাস দমন আইন পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন করতে গিয়ে তিনি আরো জনবিচ্ছিন্ন হলেন। নিজের ওপর আইনটি যাতে প্রয়োগ না হয়, এ কারণে ক্ষমতা ত্যাগের আগে সংসদে আইনটি রহিত করে গেলেন। ক্ষমতায় এলেন শেখ হাসিনা। তার শাসনামলে দলীয় ব্যক্তির সন্ত্রাস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে রূপ নিল। মাথাচাড়া দিয়ে উঠল নগর আওয়ামী লীগ নেতা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার পুত্র দীপু চৌধুরী, চীফ হুইপ হাসানাত আবদুল্লাহর পুত্রদ্বয়। লক্ষ্মীপুরের তাহের, ফেনীর জয়নাল হাজারী, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান। এদের দমন না করে শেখ হাসিনা সন্ত্রাসের নামে আন্দোলন দমন করতে চাইলেন।

২০০০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে সংসদে প্রণীত হল জননিরাপত্তা আইন। এই আইন হাতে পেয়ে মরিয়া হয়ে উঠল পুলিশ। সন্ত্রাস দমনের নামে বিরোধী দলের মিছিলে চললো পুলিশি হামলা। একের পর এক মামলা দেয়া হলো বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর। কারো ওপর মামলা দুই ডজনও ছাড়িয়ে গেলো। আইন করে বিরোধী দলের আন্দোলন দমিয়ে রাখা সম্ভব হলেও সন্ত্রাস দমন সম্ভব হলো না। একের পর এক বোমা বিস্ফোরণে নিহত হলো সাধারণ মানুষ। তারা জানতে পারলো না কারা বোমা হামলা করছে। আইনে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারের ব্যবস্থা করা হলো। অথচ এই ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হলো না অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলাম হত্যার আসামি তাহেরকে। পাঁচ বছর ক্ষমতার নানা সফলতা মলিন করে দিল পুলিশ ও দলীয় ব্যক্তির সন্ত্রাস। ক্ষমতা হারানোর পর পুলিশের হাতে তুলে দেয়া আইন ব্যবহৃত হলো আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেন জোট নেত্রী খালেদা জিয়া। ক্ষমতায় এসে তার দলীয় কর্মীরা মরিয়া হয়ে উঠল দখলে। দখল চললো সর্বত্র। বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চলল অমানবিক নির্যাতন। ক্রমেই সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে দাবানলের মতো। প্রতিদিন এখন গড়ে ১০ জন খুন হচ্ছে। অথচ সন্ত্রাস দমনে নেই কার্যকর

উদ্যোগ। বাগাড়ম্বরে ব্যস্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন। দলীয় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে নিম্নতম ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। বরং অনেকেই পেল সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনারের মনোনয়ন। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের সাথে সন্ত্রাসীদের ছবি দেখে সচেতন মানুষ আঁতকে উঠছে। তার নির্বাচনী এলাকায় প্রকাশ্যে খুন হয়েছে ছাত্রলীগ নেতা বাক্কি। খুনিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। পুলিশের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে আত্মহত্যা করলো মেধাবী ছাত্রী সিমি। পুলিশ এখন ব্যস্ত বিরোধী দলের আন্দোলন দমনে। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে মেরে বাহবা নিতে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের ছেলে সোহেল তাজকে অনশন থেকে জামা ছিঁড়ে ফেলে তুলে আনলো। তারা ব্যর্থ শুধু সন্ত্রাসী গ্রেপ্তারে। ২১ জন সন্ত্রাসীর নাম ঘোষণার প্রায় দুই মাস পর পুলিশ আজও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। গ্রেপ্তার করতে পারেনি রাজনীতিতে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার আসামিদের।

আরো একটি কালো আইন :
পুলিশের হাতে

পুলিশের হাতেই সন্ত্রাস দমনের নামে আরো একটি কালো আইন তুলে দেয়া হলো। প্রচলিত আইনকে পাশ কাটিয়ে ৯ এপ্রিল সংসদে পাস হয়েছে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন। বিলে বলা হয়েছে, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযোগের প্রাথমিক রিপোর্টসহ আদালতে হাজির ও পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে অপরাধ সম্পর্কে রিপোর্ট আদালতে পেশ করতে হবে। তবে অপরাধী গ্রেপ্তার না হলে পুলিশ তার অনুপস্থিতিতে অপরাধ সংঘটনের পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে আদালতে অভিযোগ দাখিল করবে। পরবর্তী ৬০ কার্য দিবসে বিচারকার্য সম্পন্ন করবে। বিলের ২নং ধারায় বলা হয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ অর্থ, কোনো প্রকার ভয়ভীতি প্রদর্শন করে বা বেআইনি বলপ্রয়োগ করে কোনো ব্যক্তি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে চাঁদা, সাহায্য বা অন্য কোনো নামে অর্থ বা মালামাল দাবি, আদায় বা অর্জন করা বা অন্য কোনো প্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায় করা বা আদায়ের চেষ্টা করা। স্থলপথ, রেলপথ, জলপথ বা আকাশপথে যান চলাচল প্রতিবন্ধকতা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করা বা কোনো যানচালকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যানের গতি ভিন্ন পথে পরিবর্তন।

আদিবাসীদের ভূমি অধিকার

এদেশে বসবাসরত আদিবাসীদের সাংবিধানিক, ভূমির এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার অধিকার দাবি করেছেন আরডিসি ও অক্সফ্যাম জিবি আয়োজিত সেমিনারে বক্তাগণ। চারটি পর্বে বিভক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের মোহম্মদ মাহমুদুল হাসান সুমন। মূল প্রবন্ধে তিনি বলেন, আমাদের দেশের সংবিধানের প্রাথমিক পর্যায়ে আদিবাসীদের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে। আজও আদিবাসীরা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়নি।

তিনি বলেন, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমিহীনতার সঙ্গে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমিহীনতার পার্থক্য রয়েছে।'৪৭-এর পর আদিবাসীদের জমি ব্যাপকভাবে জাল হয়েছে। '৬৫-এর এ সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। যারা '৭১-এ দেশ ত্যাগ করেছে, ফিরে এসে তারা জমি পায়নি। অথচ উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরাই কৃষির চালিকাশক্তি। ভূমিই তাদের জীবন। সেমিনারের বিভিন্ন পর্বে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এইচ কে এস আরেফিন, ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মোমেন চৌধুরী, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নূরুল আলম, অধ্যাপক জাহিদুল করিম, অক্সফ্যাম জিবির জেনডার প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মোঃ বিএম আখতার আদিবাসী ফোরামের সঞ্জিব দ্রং, আদিবাসীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ভিক্টোর লারকা ও ভগবত ডুডু।

সেমিনারে অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিকী বলেন, বাঙালি একটি শংকর জাতি। আমরা সবাই মানবসত্তা। আধিপত্যবাদের মনোভাব থেকেই আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে। আজকের আদিবাসী সমস্যা হলো জাতীয় সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সমস্যা। রাশেদ খান মেনন বলেন, আদিবাসীদের সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে হবে। সংবিধানে আদিবাসীদের প্রাধান্য দিতে হবে। আদিবাসীদের ওপর আধিপত্যবাদ বন্ধ না হলে তারা একদিন রুখে দাঁড়াবে। বি এম আখতার বলেন, আদিবাসীদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চলছে। তাদের শত্রু অনেক। শত্রু চিহ্নিত করে প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রাম করতে হবে। ভিক্টোর লারকা বলেন, আমার পূর্ব পুরুষেরা এ দেশকে চাষোপযোগী করে তুলেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা অংশগ্রহণ করেছি। উন্নয়নে সমান অবদান রাখছি। আমরা অধিকার নিয়ে বাঁচতে চাই।

সেমিনারে আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানে সংবিধানিক স্বীকৃতি, ভূমি কমিশন গঠন, ভূমির ফৌজদারি আইন, আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয়, খাস জমিতে আদিবাসীদের অগ্রাধিকার, আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি রক্ষায় উদ্যোগ, মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীদের স্বীকৃতি দাবি করা হয়।

জয়ন্ত আচার্য

ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো যানবহন ক্ষতিসাধন করা। ইচ্ছাকৃতভাবে সরকার বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর যে কোনো প্রকার সম্পত্তি বিনষ্ট বা ভাংচুর করা। কোনো ব্যক্তির নিকট হতে কোনো অর্থ, অলঙ্কার, মূল্যবান জিনিসপত্র বা অন্য কোনো বস্তু বা যানবাহন ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা বা আদালত এখতিয়ারের (২) ধারায় বলা হয়েছে সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট বা অভিযোগের ভিত্তিতে বা অপরাধ সংঘটনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিংবা অপরাধ সংঘটন সম্পর্কে অবহিত আছেন এমন কোনো ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ আদালত কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করতে পারবে। ১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, কোনো পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি এই আইনে বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটন বা সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণ বা তা সংঘটনে সহায়তা সংক্রান্ত কোনো ঘটনার চলচ্চিত্র বা স্থিরচিত্র ধারণ বা গ্রহণ করলে বা কোনো কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা রেকর্ড বা ডিস্কে ধারণ করলে উক্ত চলচ্চিত্র বা স্থিরচিত্র বা ডিস্ক ঐ অপরাধের বিচারে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে। মূলত দ্রুত বিচার আইনটি পূর্ববর্তী সন্ত্রাস দমন, জননিরাপত্তা আইনেরই অনেকাংশে কার্বন কপি। তিনটি আইনের প্রত্যেকটিতে পুলিশকে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

যে পুলিশ চাকরি হারানোর ভয়ে মামলা নেয় না, ক্ষমতাসীনদের আনুকূল্য পাওয়ার জন্য মিথ্যা মামলা সাজায়, সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করতে পারে না, সেই পুলিশ কিভাবে সাত দিনের মধ্যে চার্জশিট দেবে। দ্রুত ধারার আইন কার্যকর করার জন্য ইতিমধ্যে বিভাগীয় শহরে বসেছে দ্রুত বিচার আদালত। বিরোধী দল এই আইনকে সংবিধান ও প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার পরিপন্থী বলে অভিহিত করেছে। বিরোধী দলগুলো দাবি করছে আন্দোলন দমন করার জন্যই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। দ্রুত বিচার বিল নিয়ে জনগণের মধ্যে দেখা দিয়েছে সংশয়। প্রশ্ন উঠেছে যে পুলিশ একজন ছাত্রকে নদীর মধ্যে নির্মমভাবে হত্যা করতে পারে। ধর্ষণ করে পাঁচ বছরের মেয়েকে, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মেরে প্রমোশন নেয়ার চেষ্টা করে, সেই পুলিশের হাতে এই স্পর্শকাতর আইন কতটুকু নিরাপদ।

বেসরকারি নীতিমালা

সরকারের বেসরকারিকরণ নীতিতে সাফল্য আসছে না। না আসার পেছনে অন্যতম কারণ ট্রেড ইউনিয়নের সন্ত্রাস। ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা সব সময়ই হয় সরকারি দলের। শ্রমিকদের স্বার্থ দেখার নামে লুটপাট হয়ে যায় তাদের পেশা। এক সময়ের বিখ্যাত মিল্লাত ফ্যান তথা মেটালেক্স কর্পোরেশন বেসরকারিকরণ করার দীর্ঘদিন পরও উৎপাদনে যেতে পারেনি। এমনকি নতুন মালিকরা এখনও কোম্পানিটি সরকারের কাছ থেকে বুঝে পায়নি।

বর্তমান সরকার বিগত সরকারের বেসরকারি নীতির পক্ষে কমিটি গঠন করেছে। কিন্তু যে বিষয়টি নতুন বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করছে তা হলো, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারিকরণ করা হলে নতুন মালিকরা যদি সরকারি শ্রমিক বা শ্রমিক ইউনিয়নের অসন্তোষের কারণে চালাতে ব্যর্থ হয় তবে বিনিয়োগকারীরা এ ধরনের বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হবে। বর্তমান সরকারও বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

মেটালেক্স কর্পোরেশন ছিল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যার বেশির ভাগ শেয়ার ছিলো সরকারের। কিন্তু ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার জন্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি। ২০০০ সালের মার্চে প্যারিসের বিনিয়োগকারীরা বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া দেখতে চাইলে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া তাড়াহুড়া করে সরকারি শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার বিক্রি করে দেয়ার জন্য বলেন।

বিগত সরকার দায়সারাভাবে মেটালেক্সের ব্যবস্থাপনা বেসরকারি ব্যবস্থাপনার কাছে

এসিডদগ্ধদের পাশে প্রথম আলো

এসিডদগ্ধ নারীদের জন্যে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা দৈনিক প্রথম আলো গত শনিবার আয়োজন করে ভালোবাসা প্রতিযোগিতা। ক্রিকেট তারকাদের স্বাক্ষরিত চারটি ক্রিকেট ব্যাট, দেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের আঁকা ছবি এবং নাসির আলী মামুনের পোর্ট্রেট প্রদর্শনী আর নিলামের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয় প্রায় সাড়ে ৬ লাখ টাকা। শিল্পী আর খেলোয়াড়দের গভীর হৃদ্যতা আর আন্তরিকতায় সেদিন শেরাটনের বলরুমে এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। নির্ধারিত সময়ের পরে অনুষ্ঠান শুরু হওয়া ঢাকার অনুষ্ঠানগুলোর স্বাভাবিক চিত্র কিন্তু এই অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে। নির্ধারিত বিকাল ৪টাতেই অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রথম আলোর উপ-সম্পাদক সাজ্জাদ শরীফ প্রথম আলো এসিডদগ্ধ সহায়তা তহবিল গঠন ও কর্মকান্ডের বিবরণ তুলে ধরেন। দেশের জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত নিলামের ডাকে অংশ নেন দেশের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা তৈরির জন্য প্রথম আলো দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে আসছে। বিশ্ব নারী দিবসেও পত্রিকাটির ছিল অভিনব উদ্যোগ, যা অবশ্যই প্রশংসনীয়। এবারের অনুষ্ঠানটি এ বিষয়ে প্রথম আলোর অঙ্গীকারকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে।

হস্তান্তর করলেও গত এক বছরে কারখানার অবস্থান বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। শ্রমিকরা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিক ইউনিয়নের সহায়তায় কারখানাটি বেদখল করে রাখে, লুটতরাজ করে কারখানার ক্ষতিসাধন করে। এমনকি তারা ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সহায়তা নিয়ে বিগত ৩০ বছরের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুয়িটি দাবি করেন। এছাড়া ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০১ জুলাই পর্যন্ত কর্মচারীদের সমুদয় বেতনসহ ৪.৫০ কোটি টাকা দাবি করে।

উপরন্তু কোম্পানির গুদামে সংরক্ষিত মালামালের প্রেক্ষিতে স্বল্পমেয়াদি ঋণ নিতে চাইলে অডিটরের উপস্থিতিতে গুদাম খোলা, গুদামে কিছু না পাওয়া যাওয়ায় ঋণ গ্রহণে নতুন মালিক ব্যর্থ হয়। সরকারি- বেসরকারি নীতিমালা অনুসারে হস্তান্তর পূর্ব সময়ের স্বল্পমেয়াদি দায়-দেনা যথা কর্মচারী-শ্রমিকদের পাওনা, আয়কর ইত্যাদি সরকার গ্রহণ করবে।

পুনরায় তারা সরকারের নামে ধার-দেনা পরিশোধের জন্য আবেদন করে এবং সরকার পুনরায় তা দিতে অসমর্থ হয়। নতুন ব্যবস্থাপনার ওপর অর্পিত এই স্বল্পমেয়াদি দেনার পরিমাণ ২ কোটি টাকা।

গত সরকার তাদের প্রাইভেটাইজেশন নীতিমালায় এ দুটি বিষয় পরিষ্কার না করেই নীতিমালা গ্রহণ করেন। এর ফলে মেটালেক্স কর্পোরেশনের ওপর ৬.৫ কোটি টাকার দেনা অর্পিত হয়েছে যেটা ছিল সরকারের দায়-দায়িত্ব। মেটালেক্স কর্পোরেশনকে ১৯৬৮ সাল থেকে জাতীয়করণের পূর্ব পর্যন্ত যাবতীয় দায়-দেনা বকেয়া রয়েছে।

রূপালী ব্যাংক কোম্পানির ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান। তারা মেটালেক্স কর্পোরেশনকে জানিয়েছে, ঋণের বিপক্ষে রিভিডেন্ট করতে ১০% ডাউন পেমেন্ট করতে হবে। রূপালী ব্যাংকের বক্তব্য হলো, কোম্পানিতে কার্য পরিচালনার জন্য ন্যূনতম মূলধন জমা নেই বলে খেলাপি ট্যাগ লাগানো হতে পারে।

মেটালেক্স কর্পোরেশনের পরিচালকদের দাবি বর্তমান সরকার কোম্পানির দুর্দশার প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ কিন্তু তাদের চালিয়ে নেয়ার জন্য এখনও কোনো প্রকার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। মেটালেক্স কর্পোরেশন বর্তমান অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের কাছে তাদের ঋণের রিভিডেন্ট করার জন্য আবেদন করেছে। কিন্তু মন্ত্রীর কাছ থেকে এখনও তারা কোনো প্রতিউত্তর পাননি।

মেটালেক্স কর্পোরেশনের অবস্থা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ প্রাইভেটাইজেশন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এনাম আহম্মেদ চৌধুরীও মনে করেন, বর্তমান সরকার মেটালেক্সের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি। তার মতে, 'আমরা আমাদের চুক্তির প্রক্রিয়ার প্রতি খুবই স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করি এবং আমরা মনে করি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং এজেন্সিকে সকল প্রকার দায়-দেনা গ্রহণ করতে হবে'।

বর্তমান সরকার অলাভজনক সরকারি মিলগুলো বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু বেসরকারি মালিকরা শিল্প প্রতিষ্ঠান কেনার দীর্ঘদিন পরও যদি বুঝে না পান, যদি উৎপাদনে যেতে না পারেন তাহলে সরকারে বেসরকারিকরণ নীতিমালা সফল হবে না। বর্তমান সরকারের মন্ত্রীদের বুঝতে হবে শুধু মুখে কথা বললেই হবে না, কাজও করতে হবে। শুরু করতে হবে নিজেদের থেকেই। নিজেদের যে সন্ত্রাসী শ্রমিক নেতাদের কারণে মেটালেক্স কর্পোরেশন মালিকদের বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে তাদের বিরুদ্ধে। এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যা দেখে অন্যরা সতর্ক হবে। তাহলেই সফল হবে সরকারের বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া।

জাকির হোসেন

খুলনা সিটি কর্পোরেশন

সন্ত্রাসীদের নির্বাচন

খুলনা থেকে **মামুন রহমান**

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে খুলনার মানুষের উৎকণ্ঠার শেষ নেই। তাদের এই উৎকণ্ঠা যতটা না নিজ সমর্থিত প্রার্থীর জয়-পরাজয় নিয়ে, তারচেয়ে অনেক বেশি নির্বাচনে দাঁড়ানো কমিশনার প্রার্থীদের নিয়ে। যাদের নাম শুনলে শান্তিপ্রিয় মানুষ আঁতকে ওঠেন, সেই শ্রেণীর অন্তত ৫০ জন সন্ত্রাসী আসন্ন নির্বাচনে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে প্রার্থী হয়েছেন। অপরাধ জগতের ঐ সমস্ত বাসিন্দারা এবার জনগণের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে জনপ্রতিনিধি সেজে নতুন করে ত্রাসের রাজত্বে মূর্তিমান আতঙ্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তৎপরতায় নেমেছে। এখন নির্বাচনে তারা হারলো তো রক্ষাই নেই সেই সঙ্গে তারা যদি জেতেও তাহলেও খুলনার মানুষের নিস্তার নেই। আর এ নিয়েই তাদের শঙ্কাটা সবচেয়ে বেশি। দুর্বৃত্তরা হারলে ভোট না দেয়ার অপরাধে যেমন তাদের ওপর হতে পারে বর্বর নির্যাতন, ঠিক তেমনি জিতলে জনপ্রতিনিধির ছত্রছায়ায় চালিয়ে যাবে স্বেচ্ছাচারিতার স্টিম রোলার। যে কারণে খুলনার মানুষ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে উভয় সংকটে পড়েছেন।

আগামী ২৫ এপ্রিল খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন। ৩ জন মেয়র প্রার্থী ছাড়াও ৩১টি ওয়ার্ড থেকে এবারের নির্বাচনে মোট ২১৪ জন কমিশনার পদে প্রার্থী হয়েছেন। এর মধ্যে অন্তত ৫০ জন প্রার্থী রয়েছেন যারা কোনো না কোনোভাবে সন্ত্রাসী ও অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত। এদের মধ্যে ৮ জন আবার মোস্ট ওয়ান্টেড। কিন্তু এরপর তারা প্রার্থী হয়েছেন এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে তাদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। নামের আগে জনপ্রতিনিধির লেভেল লাগাতে মরিয়া হয়ে ওঠা গুণধর ঐ প্রার্থীদের অন্যতম ৩ জন হলো যথাক্রমে খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী, ভাড়াটে খুনি ও চোরাচালানি আসাদুজ্জামান লিটু, গোলাম মাওলা সানু ও শামছুর রহমান শামছু ওরফে ব্লাকার শামছু। সম্ভাব্য এই ৩ জনপ্রতিনিধির মধ্যে আসাদুজ্জামান লিটু খুলনার অপরাধ জগতের মুকুটহীন সম্রাট। যশোরের বিশিষ্ট সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি হওয়ার আগ পর্যন্ত তার বিশাল সাম্রাজ্যে ন্যূনতম নখের আঁচড় পর্যন্ত বসানোর দুঃসাহস দেখাতে পারেনি কেউ। কিন্তু শামছুর রহমান খুন হওয়ার পর লিপুর অপকর্মের কথা খুলনার গন্ডি পেরিয়ে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়লে স্বয়ং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে যুবলীগ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। এর আগ পর্যন্ত খুলনার কোনো নেতাকর্মী বা মন্ত্রী পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে টুশব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ

আসাদুজ্জামান লিটু

গোলাম মাওলা শালু

করার দুঃসাহস দেখায়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই লিটুর বিরুদ্ধে যশোর, খুলনার বিভিন্ন থানায় বর্তমানে ১৪টি মামলা রয়েছে। সেই সঙ্গে তার দখলে রয়েছে অসংখ্য অবৈধ অস্ত্র।

গোলাম মাওলা সানু। খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আরেক কমিশনার প্রার্থী। ১০টি মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মাথায় নিয়ে দিব্যি প্রার্থী হয়েছে নগরীর ২৬ নং ওয়ার্ডে। গোলাম মাওলা সানুকে খুলনার মানুষ পেশাদার খুনি হিসাবেই চেনে। খুলনাসহ দক্ষিণাঞ্চলের বেশ কয়েকটি বড় বড় হত্যাকান্ডের সঙ্গে তার নাম জড়িত। আওয়ামী লীগ আমলে সানু বেশ কোণঠাসা হয়ে ছিল। কিন্তু খুলনার বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ কোন্দল আসাদুজ্জামান লিটুর জন্য যেমন আশীর্বাদ হয়ে আসে, ঠিক তেমনি ভাগ্য ফিরে যায় সানুরও। এক সময়ের শত্রু লিটুকে গুরু মেনে নিয়ে সানু তার নিজের অবস্থানও পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। খুলনা থেকে নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্য ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে মেয়র পদে দলীয় মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত মহানগর বিএনপি'র এক শীর্ষ নেতার আশীর্বাদ পেয়ে লিটু যেমন এখন নির্ভয়েই নিরালার আবাসিক এলাকা থেকে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছে, ঠিক তেমনি সানুও যেন অনেকটা আগেভাগেই কমিশনার বনে গেছে। শতাধিক যুবক মোবাইল ফোন নিয়ে তার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার নামে মহড়া চালাচ্ছে ওয়ার্ড ব্যাপী। অথচ খুলনার পুলিশ লিটু, সানু কাউকেই খুঁজে পায় না।

কালোবাজারির কারবার করার কারণে যার নামটি পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে ব্লাকার শামছু হয়ে গেছে সেই শামছুর রহমান শামছুও এখন জনপ্রতিনিধি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। খুনিকুল শিরোমণি এরশাদ শিকদারের অপরাধ জগতের অন্যতম ভাগিদার এই ব্লাকার শামছু প্রার্থী হয়েছে ২১ নং ওয়ার্ড থেকে। আর অপ্রিয় হলেও সত্য এই তিন সমাজ বিরোধীই এখন শেল্টার পাচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নেতাদের।

গত সংসদ নির্বাচনে যারা লিটু, সানু শামছুদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে জনগণের কাছে ভোট প্রার্থনা করেছিল এখন তারাই তাদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিচ্ছে। এমনকি এদের বিরুদ্ধে তারা শক্ত কোনো প্রার্থীও দেয়নি।

এই ডাকসাইটের তিন সন্ত্রাসী ছাড়াও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছে এ্যাপেল হত্যা মামলার প্রধান আসামি কাজী ফজলুল কবীর টিটু (৯নং ওয়ার্ড), হত্যা মামলার আসামি, ঘের দখল ও চাঁদাবাজ জামিরুল ইসলাম (১৬নং ওয়ার্ড), বাড়ি দখল, লুটপাট ও চাঁদাবাজ হিসেবে চিহ্নিত আরিফুল আলম, সব সময় সরকারি দল করা ও জলদস্যু ডাকাতি এবং অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের অসংখ্য অভিযোগে অভিযুক্ত মোহাম্মদ হোসেন মুক্ত (৩১ নং ওয়ার্ড) নারী কেলেঙ্কারির হোতা ও জবরদখলকারী মোজাফফর রশিদী রেজা (৩নং ওয়ার্ড), হুন্ডি ব্যবসায়ী জগন্নাথ দত্ত (ওয়ার্ড নং-২৭), চাঁদাবাজ মোল্লা আব্দুস সাত্তার (ওয়ার্ড নং-২১), সন্ত্রাসী কে আই সোহেল (ওয়ার্ড নং-২১), ভেজাল মালের কারবারী শেখ আবু সাঈদ (ওয়ার্ড নং ২১), চিহ্নিত সন্ত্রাসী শেখ হাজিফুর রহমান (ওয়ার্ড নং-১৭), চাঁদাবাজ টিএম আরিফ (ওয়ার্ড নং -১৮),হাজারো অপকর্মের অভিযোগে অভিযুক্ত আলিম উদ্দিন খান বাবুল (ওয়ার্ড নং-১৫), আনিস বিশ্বাস (ওয়ার্ড নং-১৬), এস, এম রুবায়েত হোসেন (ওয়ার্ড নং-৪) মিনারুল ইসলাম (ওয়ার্ড নং-৬), জেড এ মাহমুদ ডন (ওয়ার্ড নং-২৭) বাবু মোড়ল (ওয়ার্ড নং-২৬), কালা চাঁদ ফকির (ওয়ার্ড নং-২৫), আবু আসলাম খোকন (ওয়ার্ড নং ২৩), ইমাম হাসান চৌধুরী (ওয়ার্ড নং-২৩), এম এম মতিয়ার রহমান (ওয়ার্ড নং-২১), নাসির পাটোয়ারী (ওয়ার্ড নং-২), খায়রুজ্জামান খোকা (ওয়ার্ড নং-১০), নাজেম সরদার (ওয়ার্ড নং-১৪), শহিদুল ইসলাম (ওয়ার্ড নং-৩) ও আমানুল্লাহ আমান (ওয়ার্ড নং-৩০) প্রমুখ। এর বাইরেও একাধিক কমিশনার প্রার্থী রয়েছে যাদেরকে পাড়া ও মহল্লার মানুষ সন্ত্রাসী হিসেবেই চেনে। আর এসব প্রার্থীর সিংহভাগই আওয়ামী লীগ না হয় বিএনপি করে। এ ধরনের লোকজন জনপ্রতিনিধি হয়ে সিটি কর্পোরেশনের চেয়ার দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামায় চরম শঙ্কিত ও বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হচ্ছে খুলনাবাসীকে। কারণ তারা কশিনার নির্বাচিত হলে ছোট বড় সমস্যায় পড়লে তখন তাদের কাছেই ছুটতে হবে। যাদেরকে দেখলে যারা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতো এখন যেতে আসতে সালাম ঠোকা ছাড়াও রীতিমত খাতির তোয়াজ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কলেজ ছাত্র মিজানুর রহমান কমিশনার প্রার্থীদের চারিত্রিক দিক উল্লেখ করে বলেন, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ছেলেকেও হয়তো চাকরি বা প্রয়োজনীয় কাজে লিটু, সানু, শামছুদের কাছেই নাগরিকত্ব আর চারিত্রিক সনদপত্র আনতে যেতে হবে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে।

সত্যিই তাই, খুলনার সাধারণ মানুষ এসব প্রার্থীদের নিয়ে চরম শঙ্কিত। কিন্তু তাদের কিছুই করার নেই। খুলনার পুলিশ এসব প্রার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বললেও তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে ক্রমেই। সেই সঙ্গে শঙ্কাও বাড়ছে খুলনাবাসীর। নির্বাচন এলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়, বাস্তবে খুলনার মানুষের মাঝে তা নেই।

খুলনার রূপসা নতুন ক্যান্টনমেন্ট

লিখেছেন যশোর থেকে **মামুন রহমান**

১৫ এপ্রিল রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টা। বাড়ির সামনের চায়ের দোকানে বসে অন্যদের সঙ্গে গল্প করছিলেন আপন দুই ভাই আতিয়ার ঢালী (৪০) ও শোয়েব ঢালী (৩৫)। গ্রাম্য ধনী ছাড়াও তাদের আরেকটি পরিচয় ছিল বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডার হিসেবে। নিজ ডেরায় অবস্থান করার কারণে কিছুটা হলেও শঙ্কামুক্ত ছিল তারা। কিন্তু এরই মাঝে সেখানে ঘটে যায় ভয়াবহ এক ঘটনা। আচমকা একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত তাদের ঘিরে ফেলে ব্রাশ ফায়ার করে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আতিয়ার ঢালিসহ আরো ৫/৬ জন। পালিয়ে যায় শোয়েব, পথে মারা যায় আতিয়ার ঢালী। ঘটনার আকস্মিকতায় থ' হয়ে যায় সারা গ্রামের মানুষ। সেই সঙ্গে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। পাশাপাশি স্বজনরা উৎকণ্ঠায় থাকে শোয়েব ঢালীকে নিয়েও। সেও খুন হয়েছে না প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছে এ দ্বিধাদ্বন্দ্বে নির্ঘুম রাত কাটে তাদের। কিন্তু সকাল হতেই সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটে যায়। বাড়ির পাশের একটি ডোবা থেকে উদ্ধার হয় তার বুক ঝাঁজরা করা লাশ। অন্তত ২৫টি স্থানে গুলি ও ক্ষতের চিহ্ন পাওয়া যায় তার শরীরে।

ভয়াবহ এ জোড়া হত্যাকান্ডটি ঘটে লাশের শহর হিসেবে খ্যাত খুলনার রূপসা উপজেলার দুর্জনী মহল গ্রামে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নিহত আতিয়ার ঢালী ও শোয়েব ঢালী বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি করতো। ২ ভাইয়ের মধ্যে ছোট শোয়েব ঢালী ছিল আঞ্চলিক নেতা। তাদের সঙ্গে ঘোর দ্বন্দ্ব ছিল তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির। সম্প্রতি তাদের বাড়াবাড়ি চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির গেরিলারা তাদেরকে শ্রেণীশত্রু হিসেবে ঘোষণা করে এবং তা কার্যকর করে।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, শুধু আতিয়ার বা শোয়েব ঢালীই নয়, রূপসায় লাশ পড়ে প্রায় নিয়মিত বিরতিতেই। গত ৩ মাসে এখানে অন্তত ১১ জন খুন হয়েছে। ধর্ষণ, রাহাজানিসহ অন্যান্য অপরাধ ঘটেছে বেশুমার। এর একটিই কারণ, পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি কোনোভাবেই চায় না সেখানে অন্য কোনো শত্রুপক্ষ ঘাঁটি গাড়ুক। কারণ গোটা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে রূপসাতেই এখন তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশি। এখানেই তাদের মূল আস্তানা। পার্টি লাইনে যাকে বলা হয় ক্যান্টনমন্ট অনুসন্ধানে জানা যায়, অবস্থানগত কারণেই রূপসাকে তারা ঘাঁটি হিসেবে বেছে নিয়েছে। গত বছরের ২৫ জুন যশোরে আটক পার্টির বিভাগীয় কমান্ডার আব্দুর রশিদ তপন ঐ সময় বলেছিল, যশোর, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় তাদের কার্যক্রম থাকলেও ঘাঁটি হিসেবে তারা মূলত খুলনা ও যশোরকেই ব্যবহার করে। যশোরের আরএন রোড, পুরাতন কসবা, খুলনা মহানগরীর নিরালা আবাসিক এলাকা, গল্লামারী, বয়রা, কাশিপুর, রায়ের মহল, চরেরহাট, নবীনগর, আল আমীন মহল্লা, বাগমারা, মিস্ত্রিপাড়া, টুটপাড়া, মিয়াপাড়া, মুন্সিপাড়া, বাইতিপাড়া, জিন্নাহপাড়া, ফরাজীপাড়া প্রভৃতি এলাকায় ছিল তাদের অবাধ বিচরণ। ঐ সমস্ত এলাকা ছিল তাদের দখলে। কিন্তু মূল ঘাঁটি হিসেবে তারা ব্যবহার করে রূপসাকেই। তপনের ভাষ্যমতে, রূপসা হচ্ছে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের বাইরের এলাকা। যে কারণে সেখানে প্রশাসনিক ঝুট ঝামেলা নেই বললেই চলে। পাশাপাশি রূপসা অবস্থিত বাগেরহাট জেলার কোল ঘেঁষে। যে কারণে প্রশাসনিক কোনো ঝুট-ঝামেলা হলে খুব সহজে তারা বাগেরহাট জেলায় ঢুকে পড়ে। সর্বোপরি পার্টির আয়ের উৎস হিসেবেও রূপসা অন্যতম। খুলনা মহানগর এলাকা ছাড়াও চিংড়ি ঘের থেকেও তাদের আয় হয় মোটা অঙ্কের অর্থ। এ সমস্ত কারণেই রূপসাতেই মূল ঘাঁটি গাড়া হয়। এ কারণে বাগেরহাটে রশিদকে (আব্দুর রশিদ তপন নয়) পার্টির সেকেন্ড ইন কমান্ডের দায়িত্ব দেয়া হয়। তার মতে এর আগে চুয়াডাঙ্গা জেলাতেই ছিল তাদের ক্যান্টনমেন্ট। সেখান থেকে পার্টি পরিচালনা করতো সামরিক কমান্ডার রুহুল, নুরুজ্জামান লাল্টু, মাহমুদ হাসান শিমুল, রানা, সবুজ প্রমুখ। কিন্তু লাল্টুর দল ত্যাগসহ শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন ক্যাডার পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর চুয়াডাঙ্গায় তাদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায়। আর সে কারণেই পার্টির হাইকমান্ড নতুন ঘাঁটি হিসেবে রূপসাকে বেছে নেয়। অবশ্য এর আগেও সেখানে তাদের শক্ত অবস্থান ছিল। অনুসন্ধান করলে জানা যায়, এই উপজেলার শ্রীফলতলা, ঘাটভোগ, নৈহাটি, আইচগাতি প্রভৃতি ইউনিয়নে ব্যাপক দাপট রয়েছে চরমপন্থিদের। যে কারণে নৈহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক ও শ্রীফলতলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবুল হোসেন তাদের হাতে খুন হন। গত বছর খুন হন ঐ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হারুন সরদার ও তার চাচা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার সরদার আব্দুর রাজ্জাক। পার্টি চায় না কোনোভাবেই তাদের এই সুবিধাজনক ঘাঁটিটি হাতছাড়া হোক অথবা সেখানে কেউ আস্তানা গেড়ে আস্তে আস্তে অবস্থান পাকাপোক্ত করুক। আর সে কারণেই তারা সর্বশেষ শত্রু হিসেবে আতিয়ার ঢালী ও শোয়েব ঢালীকে সরিয়ে দিয়েছে। সূত্র মতে অনেকগুলো কারণের মধ্যে এই হত্যাকান্ডের অন্যতম কারণ হলো– আতিয়ার ঢালী ও শোয়েব ঢালী আস্তে আস্তে তাদের জন্য শক্ত প্রতিপক্ষ হয়ে উঠছিল। কারণ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি উপজেলার মোকামপুর গ্রামের শিক্ষক হাবিবুর রহমানের বাড়িতে একদল দুর্বৃত্ত চড়াও হলে তাদের গুলিতে হাসান নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়। বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা শোয়েব এ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে কৌশলে দায়ভার চাপায় পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির ওপর। পুলিশকেও সে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করে। এমনকি ঘটনার পর ২৭ ফেব্রুয়ারি খুলনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল ওহাব এলাকায় গেলে শোয়েবও তাদের সঙ্গে যায় এবং পুলিশকে বিভিন্ন তথ্য দেয়।

এ ঘটনার পর এলাকার লোকজনও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বাধাল, জোয়ার ও মহিষাসুনি গ্রামের একশ্রেণীর লোকজন পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক নেতা রশিদ এবং দুর্জনী মহল, মোকামপুরসহ ৩টি গ্রামের লোকজন বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা শোয়েব ঢালীর পক্ষ নেয়। এ নিয়ে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয় গোটা এলাকায়। বেধে যায় ভয়াবহ সংঘর্ষ। যে কারণে জেলা প্রশাসন ২৮ ফেব্রুয়ারি সেখানে ১৪৪ ধারা জারিসহ বিডিআর পর্যন্ত মোতায়েন করে।

এ অবস্থা চলে এক সপ্তাহ। এতে শোয়েব ঢালীর পক্ষ কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় চলে যায়। আর এ জন্যেই ক্যান্টনমেন্ট সুরক্ষায় আর কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি। কারণ পার্টিগত দ্বন্দ্ব ছাড়াও শোয়েব ঢালী ভাই হত্যার বদলা নেয়ার জন্যে দীর্ঘদিন থেকে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তার আরেক ভাই ইয়াদ ঢালী ১৯৯৫ সালে খুন হলে তার দায়ভার পড়ে রশিদ বাহিনীর ওপর। ক্যান্টনমেন্টের সুরক্ষা ছাড়াও শোয়েব ঢালীর পক্ষ যাতে ভাই হত্যার বদলা নিতে তাদের ওপর আক্রমণের আর কোনো সুযোগ না পায় সে জন্য দুই ভাইকে এক সঙ্গেই সরিয়ে দেয়া হয়। আর এ ব্যাপারে মামলাও হয়েছে রশিদসহ মোট ৩৭ জনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনার জের হিসেবে আবার কখন কার লাশ পড়ে এ আশঙ্কায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে রূপসাবাসীর।